ইতিমধ্যে যে রুগী হাসপাতালে আছে তাকে আটকে রাখা

(মেন্টাল হেল্‌থ অ্যাক্ট 1983-র ধারা 5(2))

1. রুগীর নাম	
2. আপনার চিকিৎসার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	

আমি এই হাসপাতাল ছেড়ে কেন যেতে পারব না?

মেন্টাল হেল্‌থ অ্যাক্ট 1983-র মধ্যে ধারা 5(2)-এর অধীন আপনাকে এই হাসপাতালে রাখা হয়েছে কারণ আপনার চিকিৎসার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা তার প্রতিনিধির ডেপুটি) মনে হয় যে আপনার মানসিক ব্যধি আছে এবং তাই হাসপাতালে থাকা দরকার।

আপনার চিকিৎসার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অন্য কোথাও থাকলে যে ব্যক্তি নির্ণয় নিতে পারে তাকে "ডেপুটি" অর্থাৎ প্রতিনিধি বলা হয়।

আমি কতদিন এখানে থাকব?

আপনাকে 72 ঘন্টা এখানে রাখা যায় যাতে দুজন ডাক্তার আপনাকে দেখে আপনাকে আরো কিছু দিন হাসপাতালে রাখা দরকার কি না সেই নির্ণয় নিতে পারে।

হয়ত একজন অ্যাপ্রুভড মেন্টাল হেল্‌থ প্রফেশনাল অর্থাৎ অনুমোদিত মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞও আপনাকে পরীক্ষা করে দেখবেন। লোকেদের হাসপাতালে রাখা প্রয়োজন কি না সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ায় যে সাহায্য করে তাকে মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ বলা হয়।

এই সময় আপনার চিকিৎসার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা তার প্রতিনিধি যতক্ষণ না আপনাকে অনুমতি দেবেন ততক্ষণ আপনি হাসপাতাল ছেড়ে যাবেন না। আপনি যাওয়ার চেষ্টা করলে, কর্মচারীরা আপনাকে বাধা দিতে পারে, এবং যদি আপনি চলে যান, আপনাকে ফেরত নিয়ে আসা যায়।

যদি মেন্টাল হেল্‌থ অ্যাক্টের ধারা 5(4)-এর অধীন ইতিমধ্যে একজন নার্স আপনাকে হাসপাতালে রাখেন তাহলে ঐ ধারা অনুযায়ী ইতিমধ্যে যতদিন আপনি হাসপাতালে থাকবেন তা 72 ঘন্টার মধ্যে গণ্য হবে।

আপনার ক্ষেত্রে ঐ 72 ঘন্টা শেষ হবে ঃ

তারিখ	সময়

এর পর কি হবে?

ডাক্তাররা আপনাকে পরীক্ষা করে দেখার পর হয়ত নির্ণয় নেবেন যে আপনাকে আরো কিছুদিন হাসপাতালে রাখা দরকার। এতে সম্ভবত কত দিন ও কেন লাগবে তা ডাক্তার বা অনুমোদিত মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদার আপনাকে জানিয়ে দেবেন। কি হবে তা জানানোর জন্য আপনাকে আরেকটা পত্রিকা দেওয়া হবে। যদি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে আপনার থাকার প্রয়োজন নেই তাহলে আপনার আর কি ধরণের সাহায্য দরকার সে বিষয়ে তারা (বা কর্মীদলের অন্য কোনো সদস্য) আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

72 ঘন্টার পরও আপনাকে হাসপাতালে থাকতে হবে এ কথা যদি আপনাকে না বলা হয় তাহলে আপনি চলে যেতে পারেন। তবে স্বেচ্ছায় আপনি রুগী হিসাবে হাসপাতালে থাকতে পারেন। যদি 72 ঘন্টার পর আপনি চলে যেতে চান, তার আগে কর্মীদলের সদস্যের সঙ্গে কথা বলে নেবেন।

আমি কি আপীল করতে পারি?

না। এখন আপনাকে যে হাসপাতালে থাকতে হবে তাতে আপনি যদি রাজী না ও হন তাহলেও ধারা 5(2)-এর অধীন আপনাকে এখানে রাখার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপনি আপীল করতে পারেন না।

আমার চিকিৎসা করা হবে কি?

হাসপাতালের কর্মীর যদি মনে হয় যে আপনার চিকিৎসা প্রয়োজন তাহলে সে ব্যাপারে আপনাকে জানিয়ে দেবে। আপনি যে চিকিৎসা চান না তা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার আপনার কাছে থাকবে। শুধুমাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতে আপনার আপত্তি সত্ত্বেও আপনার চিকিৎসা করা যায়, আপনাকে সেসব বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

আপনার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়কে জানানো

মেন্টাল হেল্‌থ অ্যাক্টের মতে যে আপনার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় তাকে এই পত্রিকার একটি কপি দেওয়া হবে।

মেন্টাল হেল্‌থ অ্যাক্টে একটি নামের তালিকা আছে যাদের আপনার আত্মীয় হিসাবে গণ্য করা হবে। সাধারণত ঐ তালিকায় যার নাম সবার ওপরে থাকবে সে আপনার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় হবে। হাসপাতালের কর্মচারী আপনাকে একটি পত্রিকা দিতে পারে যাতে এর ব্যাখ্যা থাকবে এবং আপনার চিকিৎসা ও পরিচর্যার ব্যাপারে আপনার নিকটতম আত্মীয়র যা যা অধিকার আছে সেসবের উল্লেখ থাকবে।

আপনার কেসে, আমাদের বলা হয়েছে যে আপনার নিকটতম আত্মীয় ঃ

আপনি যদি এই পত্রিকার একটি কপি তাকে দিতে না চান, তাহলে আপনার নার্স বা কর্মীদলের অন্য কোনো সদস্যকে জানিয়ে দেবেন।

আপনার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় বদলানো

যদি আপনার মনে হয় ঐ ব্যক্তি আপনার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় হওয়ার উপযুক্ত না, তাহলে তার পরিবর্তে অন্য কাউকে ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় হিসাবে গণ্য করার জন্য কাউন্টি কোর্টের (County Court) কাছে আবেদন করতে পারেন। এর ব্যাখ্যাসহ একটি পত্রিকা হাসপাতালের কর্মচারী আপনাকে দিতে পারে।

আপনার চিঠিপত্র

আপনি হাসপাতালে থাকাকালীন আপনার নামে যেসব চিঠিপত্র পাঠানো হবে সেসব আপনাকে দেওয়া হবে। আপনি যাকে ইচ্ছা চিঠিপত্র পাঠাতে পারেন, তবে যদি কেউ বলে যে সে আপনার চিঠি পেতে চায় না তাকে আপনার লেখা চিঠি পাঠানো হবে না। হাসপাতালের কর্মচারী এদের জন্য লেখা চিঠি আটকে রাখতে পারে।

আচরণ সংহিতা

মেন্টাল হেল্‌থ অ্যাক্ট এবং মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের প্রতি ব্যবহারের বিষয়ে একটি আচরণ সংহিতা (Code of Practice) আছে যা হাসপাতালের কর্মীদের পরামর্শ দেয়। আপনার পরিচর্যার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কোডে কি বলা হয়েছে তা কর্মীদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। আপনি চাইলে, কোডের একটা কপি চেয়ে নিতে পারেন।

আমি কিভাবে নালিশ করব ?

হাসপাতালে আপনার যত্ন পরিচর্যার বিষয়ে যদি নালিশ করতে চান, তাহলে কর্মীদলের সদস্যের সঙ্গে কথা বলুন। তারা হয়ত সমাধান খুঁজে দিতে পারবে। এছাড়া তারা আপনাকে হাসপাতালের নালিশ প্রণালীর বিষয়েও তথ্য জানাতে পারে, আপনি এই প্রণালী ব্যবহার করে স্থানীয় স্তরে মীমাংসা করে আপনার নালিশের সমাধান করে নিতে পারেন। এছাড়া অন্যান্য যারা নালিশ করায় আপনাকে সাহায্য করতে পারে তাদের ব্যাপারেও তারা জানাতে পারে।

যদি আপনার মনে হয় হাসপাতালের নালিশ প্রণালী আপনাকে সাহায্য করতে পারছে না তাহলে আপনি একটি স্বতন্ত্র কমিশনের কাছে আবেদন করতে পারেন। মেন্টাল হেল্‌থ অ্যাক্ট যেভাবে ব্যবহার করা হয় সে ব্যাপারে কমিশন বিশেষ লক্ষ্য রাখে, যাতে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় এবং হাসপাতালে থাকাকালীন রুগীর যথাযথ যত্নপরিচর্যা হয়। কিভাবে এই কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় তার ব্যাখ্যাসমেত একটি পত্রিকা হাসপাতালের কর্মচারী আপনাকে দিতে পারে।

আরো সাহায্য এবং তথ্য

আপনার যত্ন পরিচর্যা এবং চিকিৎসার বিষয়ে যদি আপনি কিছু বুঝতে না পারেন, কর্মীদলের একজন সদস্য আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে। এই পত্রিকার কোনো বিষয় যদি আপনি বুঝতে না পারেন কিংবা আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে যার উত্তর এই পত্রিকায় নেই তাহলে কর্মীদলের সদস্যের কাছ থেকে তা বুঝে নেবেন।

আপনি যদি অন্য কারুর জন্য এই পত্রিকার কপি চান, তাহলে চেয়ে নেবেন।